ভোরের কাগজ

তারিখ ... 24 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

চিঠিপত্র

নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধা দরকার

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। অশিক্ষিত জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি মানুষকে শিক্ষাদানে সাংবিধানিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিটি সরকারই সকল নাগরিককে শিক্ষা দানের মানসে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন, বিনা বেতনে মেয়েদের শিক্ষা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, হাইস্কুলে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সে চালু, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা স্লোগান, শিক্ষা বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন।

এরপরও দেশের মানুষের শিক্ষা গ্রহণ উন্নতি হচ্ছে না। যারা শিক্ষা গ্রহণ করছে, তাদের প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাবে বেকার জীবন যাপন করতে হয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা মোগল, ব্রিটিশ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের গড়ে তোলা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে পারিনি। শিক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ প্রাইমারি স্কুলগুলোতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল রাখা, সরকারি ও বেসরকারি হাইস্কুলের অনুপাতে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করা, প্রাইমারি শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া ইত্যাদি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরকে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এ রূপান্তরিত করে সরকারি, বেসরকারি, প্রাইমারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনগুলোকে একটি জাতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় এনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা করলে 'অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগান নির্ধারণ এবং উন্নত বিদ্যালয়গুলোতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি বন্ধ রেখে, সকল হাইস্কুলে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স চালু করলে এ দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হবে।

বর্তমানে 'পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা স্লোগান' বাস্তবায়নে তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন- বাংলাদেশে ৩৭ হাজার ৬৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯ হাজার ৮২৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৭ হাজার ৩১২টি কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে। তা ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ও-লেবেল, এ-লেবেলসহ ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে।

সরকারি প্রাইমারি স্কুলের ১ লাখ ৬৭ হাজার ১৬৫ জন শিক্ষকের বেতন ভাতা ও স্কুলগুলোর পরিচালনার সকল ব্যয় সরকারি কোষাগার থেকে প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সরাসরি সরকারের ব্যবস্থাপনায় সারাদেশে যে পরিমাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তারচেয়ে অনেক গুণ বেশি স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী আছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সরকারের আর্থিক কারণে প্রয়োজনমতো স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। যেসব গ্রামে বা স্থানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সেইসব স্থানে বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষানুরাগী সুধীজন নিজ খরচে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কোনো বেতন দিতে হয় না। ওই সব স্কুলে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ছেলেমেয়েরা অধ্যয়ন করে থাকে। আধুনিক পদ্ধতিতে লেখাপড়া এবং স্কুলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে উচ্চবিত্ত ছেলেমেয়েরা এসব স্কুলে লেখাপড়া করে না।

মোঃ আবুল হাসান
চকবাজার, চট্টগ্রাম।